মূল শব্দাবলী:
তাদাব্বুর
অভিজ্ঞতা
জীবন

Majlis Ugama Islam Singapura

Friday Sermon

19 June 2026 / 3 Muharram 1448H

তাদাব্বুরঃ সারাজীবনের এক সঙ্গী

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي نَوَّرَ بِالْقُرْآنِ الْقُلُوبَ، وَأَنْزَلَهُ فِي أَوْجَزِ لَفْظٍ وَأَعْجَزِ أُسْلُوبٍ.
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.
اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ الْأَبْرَارِ، وَأَصْحَابِهِ الْأَخْيَارِ.
أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللّٰهِ، اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ.

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার রহমতপ্রাপ্ত জুম্মায় আগত সম্মানিত সুধী,

"আসুন, আমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার প্রতি আমাদের তাকওয়া আরও বৃদ্ধি করতে থাকি—তাঁর সকল আদেশ পালন করে এবং তাঁর সকল নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থেকে। আসুন, আমরা কুরআনের সাথেও আমাদের সম্পর্ক অব্যাহত রাখি। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের পথে আমাদের যাত্রায় এটি যেন সর্বদা পথপ্রদর্শক আলোরূপে থাকে। আমীন, ইয়া রাব্বাল 'আলামীন।"

প্রিয় মুসল্লিগণ,

তাদাব্বুরভিত্তিক খুতবা ধারাবাহিক এই সপ্তাহেও অব্যাহত রয়েছে। আজকের খুতবায় আমরা দেখব, কীভাবে কুরআনের একটি মাত্র আয়াত পাঠকের অভিজ্ঞতা, পরিস্থিতি এবং জীবনের বিভিন্ন পর্যায় অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন বার্তা ও তাৎপর্য বহন করতে পারে।

চিন্তা করে দেখুন, হয়তো আমরা শৈশব থেকে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া পর্যন্ত একই কুরআনের আয়াত বহুবার পড়েছি। তাদাব্বুরের পদ্ধতি আমাদের দেখায় যে, ১০, ২৫, ৪০ কিংবা ৬০ বছর বয়সে সেই একই আয়াত পড়লে তার প্রতি আমাদের উপলব্ধি ও অনুধাবন ভিন্ন হতে পারে।

আসুন, আমরা একসঙ্গে কুরআনের তিনটি ভিন্ন সূরা থেকে নেওয়া তিনটি আয়াতের উদাহরণের প্রতি মনোযোগ দিই।

প্রথমে, আমরা সূরা আন-নিসার ২৮ নম্বর আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার বাণী দিয়ে শুরু করছি:।

وَخُلِقَ ٱلْإِنسَٰنُ ضَعِيفًا ﴿٢٨﴾

অর্থঃ ***মানুষকে তৈরী করা হয়েছে দুর্বল ভাবে***

ভাইয়েরা, যদি আপনাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হয়: "এই আয়াতে 'দুর্বল' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?"—তবে আপনাদের উত্তর কী হবে?

শিশু ও তরুণদের ক্ষেত্রে, এই দুর্বলতা বলতে বোঝাতে পারে জটিলতাপূর্ণ এই পৃথিবীতে চলার জন্য তাদের সীমিত সক্ষমতাকে। এ সময় তাদের প্রয়োজন হয় বড়দের দিকনির্দেশনা ও সহায়তার।

প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে, তাদের জীবন নানাবিধ আমানত ও দায়িত্বের বোঝা থেকে মুক্ত নয়। কখনো কখনো জীবনের প্রতিদিনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে গিয়ে তারা নিজেদেরকে অত্যন্ত 'দুর্বল' বলে অনুভব করেন।

আর বয়োজ্যেষ্ঠদের ক্ষেত্রে, তারা এই দুর্বলতাকে শারীরিক শক্তিহীনতা, মানসিক ক্লান্তি এবং অন্যের ওপর নির্ভরশীলতার সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে পারেন।

লক্ষ্য করুন, প্রিয় ভাইয়েরা, আয়াতটি একই রয়ে গেছে; কিন্তু সেই একটিমাত্র আয়াত থেকেই ভিন্ন ভিন্ন উপলব্ধি ও চিন্তার জন্ম হয়।

প্রিয় ভাইয়েরা,

এখন আমরা দ্বিতীয় উদাহরণে অগ্রসর হচ্ছি। তা হলো সূরা আশ-শারহের ৫ ও ৬ নম্বর আয়াতের মাধ্যমে:

فَإِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا ۝٥ إِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا ۝٦

অর্থঃ ***অতএব, নিশ্চয়ই কষ্টের সাথেই রয়েছে স্বস্তি; নিশ্চয়ই সেই কষ্টের সাথেই রয়েছে স্বস্তি***

যে ব্যক্তি কোনো কঠিন সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, সে এই আয়াতকে আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন একটি প্রতিশ্রুতি হিসেবে দেখবে, যা তার অন্তরকে প্রশান্তি দেয়। উদাহরণস্বরূপ, শিক্ষার্থীরা বছরের শুরু থেকে মে মাস পর্যন্ত তাদের পড়াশোনায় নানা চ্যালেঞ্জ ও কষ্টের সম্মুখীন হয়েছে। আজ, প্রিয় শিক্ষার্থীরা, তোমরা প্রশান্তির সঙ্গে বসে আছো, উপভোগ করছো বিদ্যালয়ের ছুটি ও বিশ্রামের একটি সময়।

প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে, হয়তো আপনাদের কেউ কেউ সম্প্রতি হজ্ব পালন করতে গিয়ে মানসিক, শারীরিক ও আবেগগত নানা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছেন। আজ আপনারা আপনাদের পরিবারের সান্নিধ্যে ফিরে এসেছেন এবং পবিত্র ভূমিতে ইবাদতের সেই গভীর ও সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতার স্বাদ উপভোগ করছেন। এই আয়াত কি সেই অভিজ্ঞতারই প্রতিফলন নয়?

পরিশেষে, যদি আপনি জীবনের কষ্ট ও সংকটের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করেন, কিন্তু এই বিশ্বাস অটুট রাখেন যে পথের শেষে শান্তি এবং হয়তো মুক্তির কোনো উপায় আপনার জন্য অপেক্ষা করছে, তাহলে আপনি আল্লাহর প্রতিশ্রুত সাহায্য ও আনন্দের আরও নিকটবর্তী হবেন।

সম্মানিত মুসল্লিগণ,

প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী, এবার তৃতীয় ও শেষ উদাহরণটি উপস্থাপন করছি। এটি এমন একটি আয়াত, যা পিতা-মাতার প্রতি সদাচার ও কর্তব্যপরায়ণতার প্রসঙ্গে প্রায়ই তিলাওয়াত করা হয়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সূরা আল-ইসরার ২৪ নম্বর আয়াতে বলেন:

وَٱخۡفِضۡ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحۡمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرۡحَمۡهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرٗا ٢٤

অর্থঃ ***আর দয়া ও মমতার সাথে তাদের প্রতি বিনয়ের ডানা নত করে দাও এবং বল, 'হে আমার প্রতিপালক! তাদের প্রতি দয়া করুন, যেমন তারা শৈশবে আমাকে লালন-পালন করেছেন।***

ভাইয়েরা, এই আয়াতটিও জীবনে আমরা যে অবস্থান ও দায়িত্বে থাকি, সে অনুযায়ী আমাদের সঙ্গে কথা বলে।

যখন আমরা শিশু থাকি, তখন এই আয়াতকে আমরা আল্লাহর সেই নির্দেশনা হিসেবে দেখি, যা আমাদের পিতা-মাতার আনুগত্য করা এবং তাদের প্রতি আমাদের দায়িত্ব পালন করার শিক্ষা দেয়।

আর যখন আমরা নিজেরাই পিতা-মাতা হয়ে যাই, তখন এই আয়াত তাদাব্বুরের আরেকটি নতুন মাত্রা উন্মোচন করে। কারণ তখন আমাদের ওপর অর্পিত হয় আমাদের সন্তানদের—যারা ধীরে ধীরে কিশোর ও প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে উঠছে—সর্বোত্তমভাবে লালন-পালন করার দায়িত্ব। তখন আমরা আমাদের পিতা-মাতার ত্যাগ-তিতিক্ষাকে নতুনভাবে উপলব্ধি করতে শুরু করি। আমরা বুঝতে পারি, আল্লাহর অর্পিত এই আমানত বহন করতে গিয়ে এবং পরবর্তী মুসলিম প্রজন্মকে গড়ে তুলতে তারা কত অসীম কষ্ট ও পরিশ্রম সহ্য করেছেন।

হয়তো তখন আমরা সেই কষ্ট ও দুঃখও অনুভব করতে শুরু করি, যা অতীতে আমাদের কথা, আচরণ বা ব্যবহারের কারণে তাদের হৃদয়ে সৃষ্টি হয়েছিল। এই উপলব্ধি আমাদের অন্তরে পিতা-মাতার প্রতি আরও গভীর কৃতজ্ঞতা, অনুতাপ, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার জন্ম দেয়।

আর যখন আমরা বয়সে প্রবীণ হই এবং আমাদের বৃদ্ধ পিতা-মাতার দেখাশোনার দায়িত্ব গ্রহণ করি, তখন এই আয়াত আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে তাদের সেবায় আমাদের ধৈর্যশীল ও অবিচল থাকতে হবে। একই সঙ্গে আমরা কখনোই আল্লাহর কাছে তাদের জন্য দোয়া করা বন্ধ করি না—যেন তারা সর্বদা তাঁর হেফাজত, অনুগ্রহ ও রহমতের ছায়াতলে থাকেন।

সম্মানিত মুসল্লিগণ,

যদি আমরা ধারাবাহিকভাবে তাদাব্বুর করতে থাকি এবং কুরআনের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক ও সংলাপ বজায় রাখি, তবে আমরা আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ (সঃ)এর প্রতি অর্পিত মু'জিযা বা অলৌকিক নিদর্শনের মহিমা অনুভব করতে পারব। কারণ একই আয়াত জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে নতুন অর্থ, নতুন উপলব্ধি এবং নতুন চিন্তার দুয়ার উন্মোচন করে—যা বয়স, আবেগ এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও পরিস্থিতির ভিন্নতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলার এই বাণী কতই না সত্য, যা তিনি সূরা সাদ-এর ২৯ নম্বর আয়াতে বলেছেন:

كِتَٰبٌ أَنزَلْنَٰهُ إِلَيْكَ مُبَٰرَكٌ لِّيَدَّبَّرُوٓاْ ءَايَٰتِهِۦ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَٰبِ ﴿٢٩﴾

অর্থঃ এই কুরআন একটি বরকতময় কিতাব, যা আমি আপনার প্রতি নাযিল করেছি, যাতে মানুষ এর আয়াতসমূহ নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা (তাদাব্বুর) করে এবং যাতে জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিরা উপদেশ গ্রহণ করে।"

অতএব, আসুন আমরা কুরআনের তাদাব্বুরকে আমাদের জীবনের আজীবন সঙ্গী হিসেবে গ্রহণ করি। কুরআনের সঙ্গে আমাদের অবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক এবং তাদাব্বুরের এই চর্চা যেন কিয়ামতের দিন আমাদের জন্য কুরআনের সুপারিশ (শাফাআত) লাভের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

আমীন, ইয়া রাব্বাল ‘আলামীন।

أَقُوْلُ قَوْلِي هَذا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيْمَ لِي وَلَكُمْ، فَاسْتَغْفِرُوْهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُوْرُ الرَّحِيْم.

Second Sermon

الحَمْدُ لِلّهِ حَمْدًا كَثِيرًا كَما أَمَر، وَأَشْهَدُ أَن لا إِلَه إِلّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنا مُحَمَّدًا عَبْدُه وَرَسُولُه. اللّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلى سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وَعَلى آلِه وَأَصْحابِه أَجْمَعِين. أَمّا بَعْد، فَيا عِبادَ الله، اتَّقُوا اللهَ تَعالَى فِيما أَمَر، وانتَهُوا عَمّا نَهاكُم عَنْهُ وزَجَر.

أَلا صَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلى النَّبِيّ الْمُصْطَفى، فَقَدْ أَمَرَنا اللهُ بِذلِك حَيْثُ قال فِي كِتابِه العَزِيز: إِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلى النَّبِيّ يا أَيُّها الَّذِينَ ءامَنُوا صَلُّوا عَلَيه وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبارِكْ عَلى سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وَعَلى آلِ سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ.

وارْضَ اللّهُمَّ عَنِ الخُلَفاءِ الرّاشِدِينَ المَهدِيِّينَ سَادَاتِنا أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمانَ وَعَلِيّ، وَعَن بَقِيَّةِ الصَّحابَةِ وَالقَرابَةِ وَالتّابِعِين، وَتابِعِي التّابِعِين، وَعَنّا مَعَهُم وَفِيهِم بِرَحْمَتِك يا أَرْحَمَ الرّاحِمِين.

اللّهُمَّ اغْفِرْ لِلمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنات، وَالمُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمات، الأَحْياءِ مِنْهُم وَالأَمْوات. اللّهُمَّ ادْفَعْ عَنّا البَلاءَ وَالوَباءَ وَالحَرْبَ وَالاعْتِداء. اللّهُمَّ إِنّا نَسْتَوْدِعُكَ أَنْفُسَنا وَأَهْلَنا وَبِلادَنا، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِ الْمُفْسِدِين، وَكَيْدِ الْمُعْتَدِين، وَظُلْمِ الظّالِمِين. اللّهُمَّ إِنّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ.

اللَّهُمَّ يا مُنْزِلَ الْكِتابِ، وَيا مُجْرِيَ السَّحابِ، وَيا هازِمَ الْأَحْزابِ، اهْزِمِ الْأَحْزابَ، وَانْصُرْ إِخْوانَنا الْمُسْتَضْعَفِيْنَ فِي غَزَّة وَفِي فِلسْطِينَ وَفِي كُلِّ مَكانٍ عامَّةً، يا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. اللَّهُمَّ بَدِّلْ خَوْفَهُمْ أَمْنًا، وَحُزْنَهُمْ فَرَحًا، وَهَمَّهُمْ فَرَجًا، يا رَبَّ العالَمِينَ. رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنيا حَسَنَةً، وَفِي الآخِرَة حَسَنَةً، وَقِنا عَذابَ النَّارِ.

عِبادَ اللهِ، إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالعَدْلِ وَالإِحْسانِ وَإِيتاءِ ذِي القُرْبى، وَيَنْهى عَنِ الفَحْشاءِ وَالمُنكَرِ وَالبَغْيِ، يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرونَ، فَاذْكُروا اللهَ العَظِيمَ يَذْكُرْكُمْ، وَاشْكُروهُ عَلى نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ، وَاسْأَلُوهُ مِن فَضْلِهِ يُعْطِكُم، وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ، وَاللهُ يَعْلَمُ ما تَصْنَعُونَ.